মানবাধিকার সবার জন্য
সবখানে সমানভাবে

জানুয়ারি-জুন ২০২৩ | সংখ্যা-১০ম

এই সংখ্যায় যা থাকছে...

কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম	০১
বিদেশী কুটনীতিকদের সাথে মতবিনিময়	১০
সভা/ সেমিনার	১৪
অভিযোগের পরিসংখ্যান	০১, ২৩
আন্তর্জাতিক ফোরামে অংশগ্রহণ	২৬
কারাগার ও হাসপাতাল পরিদর্শন	২৮

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

নিউজলেটার

রাঙ্গামাটি জেলায় অনুষ্ঠিত ‘গণশুনানী’

রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটে ১৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত গণশুনানীর পরিচালনায় ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। গণশুনানীর শুরুতে কমিশনের সচিব স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। গণশুনানীতে সকলকে মন খুলে কথা বলতে আহ্বান জানান। গণশুনানীতে সভাপতিত্ব করেন রাঙ্গামাটি জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার প্রায় পাঁচ শতাধিক সাধারণ মানুষ গণশুনানীতে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়াও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব অং সুই প্রু চৌধুরী ও জেলা পুলিশ সুপার মীর আবু তৌহিদ সহ জেলার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। গণশুনানীতে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্ন, মন্তব্য ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিজ নিজ অভিমত-মতামত-সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

মোট অভিযোগ (জানুয়ারি - জুন ২০২৩)

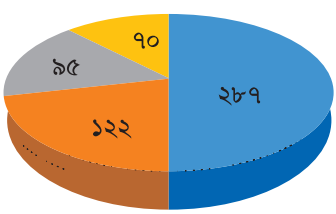

মোট সুয়োমোটো অভিযোগ (জানুয়ারি-জুন ২০২৩)

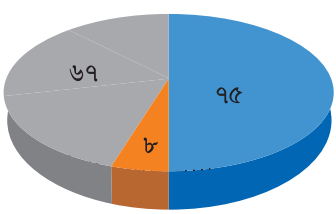

গণমাধ্যমে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

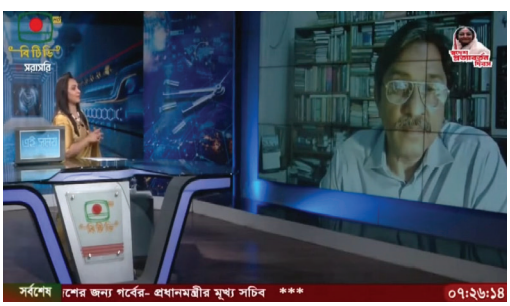

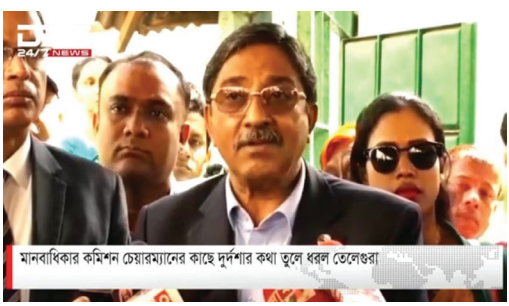

সাংবাদিক রব্বানি নাদিমের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে, দৃঢ় বিশ্বাস মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানের

সাংবাদিক গোলাম রব্বানীর বাড়িতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জামালপুরের বকশীগঞ্জের সাংবাদিক গোলাম রব্বানি নাদিমের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। ২১ জুন ২০২৩ তারিখ তিনি রব্বানির বাড়িতে গিয়ে শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের এ কথা বলেন।

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'ঘটনার সময় চেয়ারম্যানের ছেলে কীভাবে মাথায় আঘাত করেছিল, সেগুলো আমরা সবাই জানি। এখন তিনি (চেয়ারম্যানের ছেলে) পালিয়ে আছেন। আমার বিশ্বাস, তিনি পালিয়ে থাকতে পারবেন না। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রব্বানির পরিবারের পাশেই রয়েছে। ইতিমধ্যে সেই প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই আমি বিশ্বাস করি, অপরাধীরা সবাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ধরা পড়বেন। সেটা সময়ের অপেক্ষা।'

তিনি রব্বানির শোকাহত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন। পরে রব্বানির কবর জিয়ারত করেন। স্থানীয় প্রশাসনের ভূমিকা সম্পর্কে ড কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা জানি, স্থানীয় প্রশাসন সবাই মিলেই চেষ্টা করছে। যারা হত্যাকারী ও যারা সহযোগিতাকারী, তারা সবাই ধরা পড়বে। আমি নিজেও দাবি করি, সাংবাদিক গোলাম রব্বানির পরিবারের যে অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, সেই অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যা আইনগত প্রক্রিয়া, সেটা সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। আর এর মাধ্যমেই যারা অন্যায় করেছে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে, এটা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।'

তিনি আরও বলেন, গোলাম রব্বানির হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে পরবর্তী সময়ে কোনো সাংবাদিকের গায়ে হাত তোলার ক্ষেত্রে আক্রমণকারীদের অন্তত পক্ষে ১০ বার ভাবতে হবে। প্রভাবশালী হলেও সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ করে রেহাই পাওয়া যাবে না- অপরাধীদের এ চিন্তা করতে হবে। এই হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির মাধ্যমে অপরাধীরা অবশ্যই নিবৃত্ত হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মো. আশরাফুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক সুস্মিত পাইক, জামালপুরের পুলিশ সুপার নাছির উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আইনি সহায়তায় বিজ্ঞ আদালত হতে জামিন পেলেন ভুক্তভোগী মুস্তাকিম

গণমাধ্যমে প্রকাশিত "ডায়ালাইসিসের খরচ জোগানো একমাত্র ছেলেটি কারাগারে, দিশাহারা মা" শীর্ষক সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, ডায়ালাইসিস ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছেলে মুস্তাকিমকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায় পুলিশ। এই ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে পুলিশের ওপর হামলা ও সরকারি কাজে বাধাদানের অভিযোগে মামলা করে। একমাত্র ছেলে কারাগারে থাকায় এখন দিশাহারা হয়ে পড়েছেন মা কিডনি রোগী নাসরিন আক্তার।

কমিশন মনে করে, কিডনী রোগীদের জন্য ডায়ালাইসিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এধরণের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের বাঁচার অধিকার ক্ষুন্ন হবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। ডায়ালাইসিস সেবা কম খরচে কিভাবে দেয়া যায় তা পর্যালোচনা করা অত্যাবশ্যকীয়। একইভাবে একারণে রাস্তা অবরোধ, রোগীদের হাসপাতালের সেবা গ্রহণ ও জনসাধারণের চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কোনটিই কাম্য নয়। ভুক্তভোগীরা যখন এ বিষয়ে প্রতিবাদ শুরু করেছিল তখনই বিষয়টির প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান, আলোচনা ও ক্ষোভ প্রশমনের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা পরিহারের প্রচেষ্টা নেয়া সমীচীন ছিল বলে কমিশন মনে করে।

উল্লেখ্য যে, সরকার জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণে বিবিধ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নিচ্ছে। এ অবস্থায়, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে মানুষের চিকিৎসার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য উক্ত ডায়ালাইসিসের খরচ বৃদ্ধি না করে কিভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা যায় সে বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে গত ১১.০১.২৩ তারিখ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বারবার বিস্ফোরণের ঘটনা জীবনের অধিকারের প্রতি হুমকি

গুলিস্তানের সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে মিডিয়ায় ব্রিফ করছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

বিস্ফোরণে আহতদের খোঁজখবর নিচ্ছেন কমিশন চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষনিক সদস্য

"গুলিস্তানের সিদ্দিকবাজারে বিস্ফোরণ, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে একটি অক্সিজেন প্ল্যান্ট ও ঢাকার সায়েন্সল্যাব মোড়সহ সারা দেশে একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনা প্রকৃতপক্ষেই দুর্ঘটনা নাকি অন্তর্ঘাতমূলক কোন কিছু তা নিরপেক্ষ তদন্ত করে বের করতে হবে। তদন্তে যদি অন্তর্ঘাতমূলক কিছু প্রমাণিত হয় তবে যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদার করাসহ সকলকে সতর্ক থাকতে হবে।"৮ মার্চ সকালে গুলিস্তানে বিস্ফোরণের ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এসময় সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। কমিশন চেয়ারম্যান বিস্ফোরণে আহতদের সুচিকিৎসার ব্যাবস্থা করা এবং নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সকলকে

আহ্বান জানান। এরপর তিনি বিস্ফোরণে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান।

কিছুদিন পূর্বে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম ডিপোতে একই ধরণের বিস্ফোরণে ব্যাপক জানমালের ক্ষতি হয়। একই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মানুষের জীবনের অধিকারের জন্য হুমকি স্বরূপ। এধরণের ঘটনা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। কমিশন মনে করে এসকল ঘটনায় কোম্পানিগুলোর যেমন দায় রয়েছে একই সাথে সরকারের সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও এর দায়ভার এড়াতে পারেনা। বারংবার একই ধরণের ঘটনা প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা একটি কমিটি গঠন করে উক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া গেলে এই ধরণের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান করা সম্ভব হবে মর্মে কমিশন মনে করে। এঅবস্থায়, বিস্ফোরণের ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করাসহ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা এবং এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে বলা হয়।

পঞ্চগড়ে ধর্ম/বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সহিংসতা এবং হতাহতের ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক

০৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত আহমদিয়াদের ওপর হামলা: কী ঘটেছিল পঞ্চগড়ে? সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কমিশন মনে করে, ধর্ম/বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সহিংসতার ঘটনায় হতাহতের ঘটনা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার। সকল ধর্মের অনুসারীগণ নিজ নিজ ধর্ম শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করবেন- কমিশন এটাই প্রত্যাশা করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যারা এই ঘটনায় জড়িত তাদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা না হলে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে কমিশন মনে করে। এই ঘটনায় কমিশন নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে-

ক) নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন গাফিলতি ছিল কিনা এবং বিক্ষোভ/হামলা নিবৃত করতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করা হয়েছে কিনা, প্রকৃত ঘটনা কী ইত্যাদি বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ১৭ ধারা মতে কমিশনে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়কে বলা হয়।

খ) ভবিষ্যতে অপ্রত্যাশিত এমন যেকোন ধরণের সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধে আরো সতর্ক থাকার ও মানুষের জান-মালের সুরক্ষা প্রদানের জন্য আরো কার্যকরি ভূমিকা পালনের জন্য পুলিশ সুপার, পঞ্চগড়কে পরামর্শ দেয়া হয়।

যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে তেলেগু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের পুনর্বাসন না করে উচ্ছেদের প্রচেষ্টা মানবাধিকারের লঙ্ঘন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের প্রেক্ষিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল ১৪ ফেব্রুয়ারি সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং তেলেগু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উচ্ছেদের আতঙ্ক হতে অব্যাহতি দানপূর্বক পরিকল্পিত উপায়ে আবাসনের সংস্থান করে কমিশনকে অবহিত করতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে কমিশনের সাথে ঐ সম্প্রদায়ের নাগরিকদের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উক্ত সম্প্রদায়ের নাগরিকদের হুমকির মুখে উচ্ছেদের সংবাদ প্রকাশিত হবার প্রেক্ষিতে কমিশন থেকে পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) এর নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল ০২ মার্চ/২০২৩ ইং তারিখ পুনরায় ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, যাত্রাবাড়ীর ধলপুরে তেলেগু সম্প্রদায়ের মানুষ বর্তমানে আশ্রয়, বিদ্যুৎ ও পানিহীন অবস্থায় খোলা আকাশের নিচে অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছেন।

এদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুবিধা তারা ভোগ করতে পারছেন না। একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না -মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এমন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও এ ধরণের ঘটনা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই অসহায়, নিপীড়িত, সমাজ বিচ্ছিন্ন মানুষদের যথাযথ পুনর্বাসন না করে উচ্ছেদ করা সংবিধানের মূলনীতির পরিপন্থী ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। এ বিষয়ে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তাদের পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের কথা বলা হলেও সরেজমিন পরিদর্শনে তা পরিলক্ষিত হয়নি। এঅবস্থায়, ধলপুরে বসবাসরত তেলেগু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য দ্রুত পানি, বিদ্যুৎ, বসবাসের উপযোগী ঘর, পর্যাপ্ত টয়লেট, মাটি ভরাট করে রাস্তা ঘাট নির্মাণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে আহবান জানায় কমিশন।

যাত্রাবাড়ির ধলপুরে তেলেগুদের বাসস্থান পরিদর্শন

পরিদর্শন শেষে মিডিয়ায় ব্রিফ করছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকাদের কঠোরভাবে দমন করা প্রয়োজন

গণমাধ্যমে প্রকাশিত "নারীকে ধর্ষণের অভিযোগ ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে" শীর্ষক ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, স্বামীকে বেঁধে রেখে এক নারী শ্রমিককে ধর্ষণ করেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের একটি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রবিন চৌধুরী। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মনে করে, একজন জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব জনগণের জান-মাল ও সমভ্রমের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সেটা না করে উল্টো নৈতিক অধঃপতন ও ধর্ষণের মত গুরুতর অপরাধ করা ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য

হুমকিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিশন মনে করে, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও জনগণের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকা সকল অপরাধীকেই কঠোরভাবে দমন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট থানায় যোগাযোগ করা হলে জানা যায় যে, ইউপি সদস্য রবিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে অভিযুক্তের শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য কমিশন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহবান জানায়।

এক রাতে ১২ মন্দিরের ১৪টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ

গত ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত বালিয়াডাঙ্গীতে এক রাতে ১২ মন্দিরের ১৪টি প্রতিমা ভাঙচুর সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয় যে, উপজেলার ধনতলা ইউনিয়নের আটটি, পাড়িয়া ইউনিয়নের তিনটি ও চাড়োল ইউনিয়নের একটি মন্দিরের ওই ১৪টি প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন যে, বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মূল চেতনা জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র যা পরবর্তীকালে সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার। কিছু কুচক্রী মহল দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য এসব সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটাচ্ছে বলে প্রতীয়মান। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এসব ঘটনায় জড়িতদের আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা না হলে এসব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

এ অবস্থায়, উক্ত ঘটনায় যে বা যারা জড়িত থাকুক তাদের অনতিবিলম্বে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি কমিশন আহ্বান জানাচ্ছে।

বান্দরবানের লামা উপজেলায় ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিদর্শন

বান্দরবানের লামা উপজেলায় ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিদর্শন

গত ০২ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ রাতে বান্দরবানের লামা উপজেলায় ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনায় ক্ষোভ এবং শঙ্কা প্রকাশ করেছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ প্রদানের জন্য কমিশন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সকল সদস্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, হামলার শিকার রেংয়েন ম্রোপাড়ার পাড়াবাসীর অভিযোগ, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড কোম্পানি তাঁদের উচ্ছেদ করে জমি দখলের জন্য ট্রাকভর্তি লাঠিয়াল বাহিনী নিয়ে এসে হামলা ও লুটপাট চালিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখে ম্রো জাতিসত্তার মানুষদের এলাকার ৩৫০ একর জুমচাষের প্রাকৃতিক বন পুড়িয়ে দেয়া, পানির ঝর্ণা বিনষ্ট করা এবং পরবর্তীতে এর ফলে সৃষ্ট খাদ্য ও সুপেয় পানির অভাবে তিনটি গ্রামের মানুষের অত্যাধিক কষ্টে জীবন যাপনের বিষয়ে কমিশন তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিয়েছিল। সেসময় গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, লামা রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড দীর্ঘদিন থেকে উক্ত এলাকার ম্রো এবং ত্রিপুরা জনগোষ্টিকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। উক্ত ঘটনায় কমিশন থেকে ঘটনার বিষয়ে সার্বিক তদন্তপূর্বক প্রকৃত অবস্থা প্রতিবেদন আকারে কমিশনে দাখিলের জন্য জেলা প্রশাসক, বান্দরবানকে নির্দেশনা দেয়াসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করে। তা সত্ত্বেও গত ২রা জানুয়ারি শেষ রাত্রে পুনরায় এধরনের হামলা হয়েছে যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কমিশন মনে করে, এসব অভিযোগের বিপরীতে কার্যকর প্রশাসনিক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় ধারাবাহিকভাবে এসব ঘটনা ঘটে চলেছে এবং ম্রো সম্প্রদায়ের মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, এর আগেও কমিশন ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করার জন্য কমিশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সম্মানিত সদস্য জনাব কংজরী চৌধুরীর নেতৃত্বে, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) ও জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ আশরাফুল আলমসহ চার সদস্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছে। পাশাপাশি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে যাতে কোনভাবেই কোন হয়রানি করা না হয় এবং অগ্নিকান্ডের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এবং ক্ষতিগ্রস্থ সকল পরিবারকে পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গৃহ নির্মাণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশী অভিবাসীকে নির্যাতন এবং মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ

গত ০১-০২ জনুয়ারি ২০২৩ তারিখে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রবাসে কিছু বাংলাদেশী অভিবাসীকে নির্যাতন এবং মুক্তিপণ আদায় সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রতিবেদনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ বিশেষত ইতালি পাঠানোর কথা বলে লিবিয়ায় প্রেরণ এবং সেখানকার এক বা একাধিক চক্র কর্তৃক বন্দীদের নির্যাতন, মুক্তিপণ আদায় ও হত্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। প্রকাশিত বিস্তারিত সংবাদ থেকে জানা যায় চক্র গুলি ভুক্তভোগীদের নির্যাতন করে সেই নির্যাতনের ভিডিও ধারণ করে । নির্যাতনের ভিডিও দেশে পাঠিয়ে ৮-১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপন দাবী করা হয়।

কমিশন মনে করে, মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিরা মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের শিকার হন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নিয়ে যাবার কথা বলে লিবিয়ায় নিয়ে যাওয়া এবং মুক্তিপণ আদায়ের সংবাদ দেশের দৈনিক পত্রিকা গুলোয় প্রায়শই প্রকাশিত হয়। অভিবাসন দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত। মানবপাচারের শিকার হয়ে কিছু অভিবাসী খুন পর্যন্ত হচ্ছেন যা কোন ক্রমেই প্রত্যাশিত বা গ্রহনযোগ্য নয়। প্রকাশিত সংবাদ থেকে এটি অনুমান করা যায় এ ধরণের কার্যক্রমের সাথে দেশের এক বা একাধিক চক্র জড়িত। তারা অবৈধভাবে আর্থিক দিকে লাভবান শুধু হচ্ছে না একই সাথে তারা কিছু মানুষকে অমানবিক নির্যাতন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও যথাযথভাবে এ সমস্যা মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সত্য ঘটনা উন্মোচন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিবাসন খাতকে আরো উন্নত এবং নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগকে পত্র প্রেরণ করা হয়।

মায়ের জানাজায় হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি পড়ানোর ঘটনায় নিন্দা

গনমাধ্যমে প্রকাশিত গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি পরা অবস্থায় মায়ের জানাজা পড়ানোর ঘটনায় নিন্দা জানায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। গণমাধ্যম সুত্রে জানা যায়, আলী আজমের মা সাহেরা বেগম বার্ধক্যজনিত কারণে গত ১৮ ডিসেম্বর মারা যান। শেষবার মায়ের মরদেহ দেখতে এবং জানাজায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেতে আইনজীবীর মাধ্যমে ১৯ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসক বরাবর প্যারোলে মুক্তির আবেদন করেন আলী আজম। গত ২০ ডিসেম্বর তিন ঘণ্টার জন্য তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি তাঁর মায়ের জানাজায় উপস্থিত থাকার সুযোগ পান। প্যারোলের পুরোটা সময় হাতকড়া ও ডাণ্ডা বেড়ি পড়া অবস্থায় ছিলেন তিনি। এমনকি, জানাজা পড়ানোর সময় তাঁর হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি খুলে দেওয়ার অনুরোধ করা হলেও, তা খুলে দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

কমিশন মনে করে, ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্বক প্যারোলে মুক্তি দেয়ার পরও একজন বন্দীকে মায়ের জানাজায় ডাণ্ডা বেড়ি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া কেবল অমানবিকই নয় বরং বাংলাদেশের সংবিধান ও মৌলিক মানবাধিকারের পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিচার বা দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাবে না। পাশাপাশি কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডাণ্ডা বেড়ি পরানো বিষয়ক উচ্চ আদালতের যে নির্দেশনা রয়েছে সেটাও এক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি, যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনসহ যথাযথ নজরদারির অন্যান্য পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন ছিল কিন্তু মায়ের জানাজায় ডাণ্ডা বেড়ি পরিয়ে জানাজায় অংশগ্রহণ অত্যন্ত অমানবিক। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য এ ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও ভবিষ্যতে এধরনের কাজে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণে যত্নবান হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে কমিশন।

আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার

০১/০৪/২০২৩ইং তারিখ গণমাধ্যমে প্রকাশিত "ধর্ষণের শিকার তরুণীর আত্মহত্যা, চাপের মুখে দেড় লাখে মীমাংসা" সংবাদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে উল্লেখ করা হয় যে, কুমিল্লার দেবীদ্বারে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার এক তরুণী আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত ও মাতব্বরদের চাপের মুখে থানা বা আদালতে অভিযোগ করতে পারছেনা ভুক্তভোগীর পরিবার। বাধ্য হয়ে মীমাংসা করা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। পিংকির আত্মহত্যার পর অভিযুক্তদের বাঁচাতে সালিশ করে ঘটনার মীমাংসা করা হয়। গণধর্ষণের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে ৫০ হাজার টাকা করে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সালিশে তাদের কাছ থেকে নগদ ১০ হাজার টাকা আদায় করা হয়।

কমিশন মনে করে, আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার মানুষের সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। প্রকাশিত সংবাদে দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুলিশ সুপার, কুমিল্লা-কে বলা হয়।

বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

বঙ্গবাজারে অগ্নিকান্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

০৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ বিকাল ৩.৩০ টায় বঙ্গবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা ও কর্মকর্তাগণ। এসময় গণমাধ্যমে মাননীয় চেয়ারম্যান বলেন, "এখানে প্রায় দুই থেকে তিন হাজার দোকান। সব পুড়ে গেছে। ব্যাবসায়ীরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য আমরা সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।" তিনি আরও বলেন, "আমরা প্রায়ই দেখি এধরনের ঘটনায় তদন্ত হয়, প্রতিবেদন জমা হয় কিন্তু প্রতিবেদন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়না। আমরা মনে করি, সকল অগ্নিকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও যাদের গাফিলতির কারনে এমন অগ্নিকান্ড হয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা যাবে।"

বিদেশী কুটনীতিকদের সাথে মতবিনিময়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস্ এর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস্ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শুরুতেই তিনি নবগঠিত কমিশনকে অভিনন্দন জানান। কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এসময় বাংলাদেশের বর্তমান মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মানবাধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশস্থ মার্কিন দূতাবাস ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে কিভাবে সহযোগিতা বাড়ানো যায় সেলক্ষ্যে আলোচনা হয়। কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, নবগঠিত কমিশন মানবাধিকার সুরক্ষায় আরও কার্যকর ভাবে কাজ করার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। দেশের মানুষকে মানবাধিকারের বিষয়সমূহে সচেতন করা ও সমাজে মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে, কমিশন সোচ্চার থাকবে বলে কমিশন চেয়ারম্যান জানান। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিষয়ে জানতে চাইলে কমিশন চেয়ারম্যান বলেন একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন যথাযথ আয়োজনের মাধ্যমে জনমানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করবেন কমিশন এ প্রত্যাশা করে। রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস্ মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে কমিশনের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জানতে পেরে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি, মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশন, মার্কিন দূতাবাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। এসময় সভায় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা, সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার, উপপরিচালক ফারহানা সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য রোধ করা জরুরি

কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য রোধ করা জরুরি। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রস্তুতকৃত বৈষম্য বিলোপ আইনে রোগ- ব্যাধির কারণে বৈষম্য রোধ করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে এবং খসড়া আইনে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা হবে। ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ইং তারিখে কমিশন কার্যালয়ে জাতিসংঘের কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক স্পেশাল র‍্যাপোরটিয়র মিজ এলিস ক্রুজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এসময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা উপস্থিত ছিলেন।

মিজ এলিস ক্রুজ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি বৈষম্য রোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানালে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন যে, বাংলাদেশে কুষ্ঠ রোগের কথা এখন খুব একটা শোনা যায়না। সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে এই রোগ এখন বিলুপ্তির পথে যদিও দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। কুষ্ঠ রোগসহ যেকোন রোগ- ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক মনোভাব দূরীকরণে সকলের কার্যকর ভূমিকা রাখা প্রয়োজন মর্মে তিনি মনে করেন।

জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিজ গুয়েন লুইজ এর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

০২ মার্চ ২০২৩ তারিখ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক মিজ গুয়েন লুইজ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শুরুতেই তিনি নবগঠিত কমিশনকে অভিনন্দন জানান। কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, নবগঠিত কমিশন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে এবং যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে কমিশন দ্রুত আমলে নিচ্ছে। দেশের মানুষকে মানবাধিকারের বিষয়সমূহে সচেতন করা ও সমাজে মানবাধিকার সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যেখানেই মানবাধিকার লঙ্ঘন হবে, কমিশন সোচ্চার থাকবে

বলে কমিশন চেয়ারম্যান জানান। মিজ গুয়েন লুইজ মানবাধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে কমিশনের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে জানতে পেরে সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার পরিস্থিতি, শহরে বসবাসরত ভাসমান জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা, কমিশন কর্তৃক সাম্প্রতিক কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন বিষয়ে কমিশন চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করেন।

এসময় সভায় কমিশনের সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার, উপপরিচালক ফারহানা সাঈদ এবং জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কের কার্যালয়ের মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব জাহিদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা ভন লিন্ডে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসডুপুই, জার্মানির রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রয়েস্টার ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত এ্যান জেরারড ভ্যান লিউয়েন এর জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

২১ মার্চ ২০২৩ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় কমিশন কার্যালয়ে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা ভন লিন্ডে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত ম্যারি মাসডুপুই, জার্মানির রাষ্ট্রদূত আচিম ট্রয়েস্টার ও নেদারল্যান্ডসের রাষ্ট্রদূত এ্যান জেরারড ভ্যান লিউয়েন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। শুরুতেই তাঁরা নবগঠিত কমিশনকে অভিনন্দন জানান। কমিশনের চেয়ারম্যান কমিশনের কার্যক্রম ও অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। এসময় বাংলাদেশের মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে এসকল দেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে তাঁরা কমিশনের মতামত জানতে চান। পাশাপাশি, শ্রমিকদের অধিকার, আসন্ন নির্বাচন, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কমিশনের মর্যাদা এবং ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে কমিশনের প্রতিবেদন প্রণয়ন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, আইনের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কমিশন চেয়ারম্যান বর্তমান কমিশনের অগ্রাধিকার সম্পর্কে তাদের অবগত করেন। তিনি বলেন, ১২টি বিষয়ভিত্তিক কমিটির মাধ্যমে মানবাধিকারের সকল বিষয়ে কমিশন কাজ করছে। আসন্ন নির্বাচন স্বচ্ছ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ করার জন্য নির্বাচন কমিশন সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে তিনি বলেন, সাংবাদিকদের ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের অপপ্রচার করে হয়রানির বিষয়ে কমিশন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ইতোমধ্যে সরকার উক্ত অ্যাক্ট রিভিউ করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে। আমরা

প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে এ্যাডভোকেসি করবো। বিভিন্ন এনজিওদের রেজিস্ট্রেশন পেতে বিলম্ব হয় বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রাষ্ট্রদূতগণ। এ বিষয়ে কমিশন চেয়ারম্যান তাদেরকে জানান বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা মানবাধিকার সুরক্ষার নামে প্রতারণা করে মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। এজন্য আমাদেরকে আদালতের শরণাপন্নও হতে হয়েছে। এজন্য যাচাই করে রেজিস্ট্রেশন দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে যাতে একটু বিলম্ব হতে পারে।

এসময় সভায় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মোঃ সেলিম রেজা, সচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র সরকার, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জনাব কাজী আরফান আশিক এবং উপপরিচালক জনাব ফারহানা সাঈদ উপস্থিত ছিলেন।

দুর্নীতি দূর করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব - জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

বিগত বিশ বছরের নিরীক্ষায় সুস্পষ্ট যে, দেশে সার্বিক দারিদ্র্য যেমন ৪৮.৯% থেকে প্রায় ৩০% এবং অতি দরিদ্রের হার ৩৪.৩% হতে ৫.৬% এ হ্রাস পেয়েছে তেমনি আশ্রয়ণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, শিক্ষা উপবৃত্তি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বয়স্ক ভাতাসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ও সরকার কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যান্য কর্মসূচীর সঠিক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে, সাম্প্রতিক কোভিড মহামারীর কারনে অনেকে চাকরি হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েন। অন্য দিকে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকির ক্ষেত্রে আমাদের দেশ যেহেতু তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের কারনে অনেকেই দারিদ্র্য সীমার ওপরে উঠতে পারছেনা"।

১৭ই মে ২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর সাথে চরম দারিদ্র্য এবং মানবাধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের স্পেশাল রেপরটিয়র Mr. Olivier De Schutter সাক্ষাৎ করতে আসলে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান। এসময় তিনি কমিশনের কার্যক্রম ও এখতিয়ার সম্পর্কে জানতে চান এবং দলিত, শ্রমিক ও চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং বৈষম্য বিলোপ আইন বিষয়ে আলোচনা করেন। কমিশন চেয়ারম্যান কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি আরও বলেন, দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যান্য অন্তরায়ের মধ্যে একটি হল দুর্নীতি যা দূর করার জন্য সরকারের শীর্ষ মহল থেকে নানা প্রকার নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্নীতি দূর করার মাধ্যমে দেশে যেমন গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হবে তেমনি আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, যা পক্ষান্তরে মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এসময় কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ

প্রবাসে নিহত বাংলাদেশী শ্রমিকদের লাশ গ্রহণের জন্য বিমানবন্দরে বিশেষ ডেস্ক করা আবশ্যক

মানব পাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা সংক্রান্ত পরামর্শ সভা

প্রবাসে নিহত বাংলাদেশী শ্রমিকদের লাশ গ্রহণের জন্য বিমানবন্দরে বিশেষ ডেস্ক করা আবশ্যক। কেননা, এসব মানুষের অর্জিত রেমিট্যান্সের ওপর আমাদের উন্নয়ন নির্ভর করে। যেসব দেশে প্রবাসীদের নিহত হওয়ায় সংখ্যা বেশি সেসব দেশের সঙ্গে আমাদের বার্গেইন করতে হবে যে পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে পারলেই কেবল আমরা কর্মী পাঠাবো।"

০৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ কমিশন কার্যালয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি আয়োজিত মানবপাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা সংক্রান্ত পরামর্শ সভায় এসক কথা বলেন কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। পাশাপাশি মানবপাচারের শিকার ভুক্তভোগীদের আইনি সেবা নিশ্চিত করার জন্য ভুক্তভোগী ও সাক্ষী সুরক্ষা আইন করা প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা; বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট সালমা আলী, কমিশনের সাবেক সদস্য ও সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জেসমিন আরা বেগম, এটসেক বাংলাদেশ এর চেয়ারপার্সন জনাব মাসুদ আলী।

দেশের প্রচলিত কোন আইন যদি স্বাধীন সাংবাদিকতার পথে অন্তরায় হয় তাহলে তা পরিবর্তনের জন্য আমাদের সকলের উদ্যোগ নেয়া দরকার- মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, "জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও গণমাধ্যমের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সেতু বন্ধন আরও সুদৃঢ় হওয়া দরকার। শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক বা সেরিমনিয়াল প্রতিষ্ঠান নয়, যে কোন প্রকারের দীর্ঘসূত্রিতা অতিক্রম করে কমিশন মানুষের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে আরও জোরালো ভূমিকা রাখতে চায়। আমাদের বিশ্বাস, গনমাধ্যম ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এক সাথে কাজ করলে গণমানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবো"। তিনি আরও বলেন, "ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যাপারে কমিশন সচেতন। সরকারের পক্ষ থেকে এই আইন সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। আমরা এর জন্য অপেক্ষা করছি। প্রয়োজনে আমরা এ বিষয়ে কথা বলবো"।

মানবাধিকার সুরক্ষায় গণমানুষের প্রত্যাশা শীর্ষক সেমিনার

২৪শে জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ সকালে ঢাকার এক স্থানীয় হোটেলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত মানবাধিকার সুরক্ষায় গণমানুষের প্রত্যাশাঃ গণমাধ্যম ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সমন্বিত প্রয়াস শীর্ষক এক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের মাধ্যমে এসব কথা বলেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমেদ, অর্থনীতিবিদ, কলামিস্ট ও চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিজ ফরিদা ইয়াসমিন, সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব; মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন; সভাপতিত্ব করেন মোঃ সেলিম রেজা, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। উপস্থিত ছিলেন কমিশনের অবৈতনিক সদস্য ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, আমিনুল ইসলাম, কংজরী চৌধুরী, ড. তানিয়া হক; কমিশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার এবং কর্মকর্তাবৃন্দ। বিশিষ্ট সাংবাদিকদের মধ্যে মতামত প্রদান করেন জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সম্পাদক, দি ডেইলি অবজারভার; জনাব আবুল কালাম আজাদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক, বাসস; জনাব ফরিদ, সম্পাদক, ইউএনবি; জনাব সোহরাব হোসেন, দৈনিক প্রথম আলো; জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, সিনিয়র সাংবাদিক; জনাব মোজাম্মেল হোসেন, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক,দৈনিক সমকাল; জনাব সুভাষ চন্দ্র সিংহ রায়, প্রধান সম্পাদক, এবি নিউজ ২৪ ডটকম; জনাব এস এম জাহিদ হাসান, প্রধান সম্পাদক, রাইজিংবিডিডটকমসহ আরও অনেকে। বক্তারা বর্তমান কমিশনকে সংবাদকর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় সোচ্চার থাকার আহবান জানান।

মানবাধিকার বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন জেলার ‘জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির’ সাথে মতবিনিময় সভা

রাঙামাটি জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির’ মতবিনিময় সভা

মানবাধিকার বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম আইনি দায়িত্ব। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন-২০০৯ এর ১২ ধারায় (উপধারা ০১ এর ত) বিষয়টি কমিশনের অন্যতম কার্যাবলি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শুরু থেকে কমিশন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-ওয়ার্কশপের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে নবনিযুক্ত কমিশন ২০২৩ সালের প্রথম ছয় মাসে বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, পাবনা ও নাটোরে ‘জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির’ সাথে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন। বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনীতে

ফেনী জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির' মতবিনিময় সভা

গোপালগঞ্জ জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির' মতবিনিময় সভা

অনুষ্ঠিত সভাসমূহে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং পাবনা ও নাটোরে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের জেলা প্রশাসক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি, মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ সুরক্ষা কমিটির কার্যক্রম জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

নাটোর জেলা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধ ও সুরক্ষা কমিটির' মতবিনিময় সভা

পাবনার বেড়া উপজেলায় মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভা

মানবাধিকার কমিশনের সহায়তা চাইলেন চরম বৈষম্যের শিকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা

'শত প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও এবং সরকারি চাকরিতে ১০% প্রতিবন্ধী কোটা সংরক্ষিত থাকলেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে চাকরি থেকে বঞ্চিত করার বিষয়টি বৈষম্যের জন্ম দেয় যা সংবিধান পরিপন্থী ও মানবাধিকার লঙ্ঘন"। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০২০ সালের বিজ্ঞপ্তির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রতিবন্ধী চাকরি প্রত্যাশীগণ ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে এসব কথা বলেন ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ।

চাকরি প্রত্যাশী প্রতিবন্ধীদের মধ্যে থেকে কামাল হোসেন পিয়াস কমিশন চেয়ারম্যানকে জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগের ফলাফল গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ প্রকাশিত হয়। ৩৭,৫৭৪ জন প্রার্থীকে সহকারী শিক্ষক পদে নির্বাচন করা হয়। এই নিয়োগে নারী ও পোষ্য কোটা থাকলেও প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন কোটা রাখা হয়নি। চাকরি প্রত্যাশী আরেকজন জনাব সাজ্জাদ হোসেন সাজু জানান, বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধীদের মত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদের জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী হওয়ায় সমাজের সুস্থ মানুষের মত সহজ জীবনযাপন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে তারা উচ্চশিক্ষা অর্জন করে। এরপরও যদি তারা চাকরির সুযোগ না পায় তবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এমতাবস্থায়, প্রতিবন্ধী কোটায় চাকরির সুযোগ প্রদানের জন্য দাবি জানান তারা।

কমিশনের চেয়ারম্যান তাদের বক্তব্য অত্যন্ত সহানুভূতির সাথে শোনেন, তাদের এমন পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং তাদেরকে সমবেদনা জানান। তিনি বলেন, প্রতিবন্ধী যাতে বৈষম্যের শিকার না হয় এবং কোনরকম ভোগান্তিতে না পড়ে সেটাই কমিশন প্রত্যাশা করে। তাদের অভিযোগের বিষয়ে কমিশন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে কমিশনের চেয়ারম্যান তাদেরকে আশ্বস্ত করেন।

শহীদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে ভাষা শহীদদের প্রতি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন

‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন’ শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

ডিজিটাল প্রযুক্তিতে জেন্ডার বৈষম্য নিরসন বিশেষ করে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হলে এর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে বলে মত দিয়েছেন বিশিষ্টজন। তাঁদের মতে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল মাধ্যমকে বাদ দিয়ে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা অসম্ভব। তাই এ প্ল্যাটফর্মকে সমতাভিত্তিক করার জন্য নীতিনির্ধারণ করতে হবে। একই সঙ্গে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেও জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

বক্তারা বলেছেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে অংশগ্রহণ এবং প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য সব নারীকে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে মেধাবী এবং দক্ষ করে তুলতে হবে। অনলাইনে নিরাপদ বিচরণের জন্য জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে আইনের যথাযথ প্রচার, প্রসার এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দৈনিক সমকালের সভাকক্ষে ‘ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য

করবে নিরসন' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় এসব কথা বলা হয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সার্বিক সহযোগিতায় ছিল দৈনিক সমকাল।

ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনা

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনায় বক্তব্য দেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো. সেলিম রেজা, সংসদ সদস্য আরমা দত্ত, নিজেরা করি'র কো-অর্ডিনেটর ও মানবাধিকার কর্মী খুশী কবির, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিবুজ্জামান, মানবাধিকার কমিশনের সদস্য কাওসার আহমেদ, পুলিশের উপমহাপরিদর্শক আমেনা বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক লাফিফা জামাল, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) পরিচালক হাবিবুল্লাহ নিয়ামুল করিম, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মালেকা বানু, এটুআই প্রোগ্রামের জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নাহিদ শারমিন, অপরাজেয় বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানু, নারী শ্রমিক কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক সুমাইয়া ইসলাম এবং সাইবার টিনস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি সাদাত রহমান। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ড. তানিয়া হক। স্বাগত বক্তব্য দেন সমকাল সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

২৩ মার্চ ২০২৩ তারিখ দুপুর ০২.৩০ টায় সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান এর নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজাসহ কমিশনের সদস্যগণ এবং কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মানবাধিকার ও আইন- শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মানবাধিকার কমিশনের সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। পাশাপাশি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় প্রতিকার নিশ্চিতের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উভয় পক্ষ ঐক্যমত্যে পৌঁছায়।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত

মাননীয় আইনমন্ত্রীর সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত

গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ মাননীয় আইনমন্ত্রী জনাব আনিসুল হক এর সাথে সাক্ষাত করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ । এসময় আইনমন্ত্রী বলেন, 'মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। তাই মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত সরকার।' তিনি বলেন, 'গ্রামীণ এলাকা ও তৃণমূল পর্যায়ের অধিকাংশ মানুষ এখনো তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের সচেতন করতে হবে এবং কমিশনকে সফল হতে হলে সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত প্রয়োজন।' এজন্য উপজেলা পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও শিশুদের রচনা প্রতিযোগিতাসহ অন্যান্য প্রচার কার্যক্রম বাড়ানোর পরামর্শ দেন আইনমন্ত্রী ।

বৈঠকে কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানান এবং তা বাস্তবায়নে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় তিনি কমিশনের স্থায়ী ভবন নির্মাণ, অবৈতনিক সদস্যদের মর্যাদা নির্ধারণ, সরাসরি কমিশনের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর কথা তুলে ধরেন।

মাননীয় আইনমন্ত্রীর সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত

মানবপাচার এবং অভিবাসীদের স্মাগলিং বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

২৭ মার্চ সকালে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মাদক এবং অপরাধ বিষয়ক জাতিসংঘের অফিস (United Nations office on Drugs and crime- UNODC) এবং আইওএম এর যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে মানবপাচার এবং অভিবাসীদের স্মাগলিং বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ চন্দ, সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এবং অধ্যাপক ড. সীমা জামান, ডিন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ মানবপাচার ও অভিবাসী স্মাগলিং বিষয়ক শিক্ষকদের জন্য প্রস্তুতকৃত গাইড-এর মোড়ক উন্মোচন করেন।

মানবপাচার এবং অভিবাসীদের স্মাগলিং বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

প্রধান অতিথি ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, মানবপাচার মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। দাসত্ব যৌন নিপীড়ন, অঙ্গ প্রতিস্থাপন ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নারী, শিশুসহ অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে পাচার করা হয়। ১.২ মিলিয়ন শিশু প্রতি বছর পাচারের শিকার হয়। অনিরাপদ অভিবাসন মানব পাচারের অন্যতম কারণ। কাজেই, এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোর্স থাকা বাঞ্চনীয়। এজন্য শিক্ষকদের আগে প্রশিক্ষিত করতে হবে। আর এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যেই আজকের এই আয়োজন। আমি আশা করি, এই কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষকরা মানবপাচার ও অভিবাসী স্মাগলিং বিষয়ে তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারবেন।

‘শেপিং অ্যা ফিউচার অব রাইটস’ শীর্ষক আলোচনা সভা

শেপিং অ্যা ফিউচার অব রাইটস” শীর্ষক আলোচনা সভা

বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবস উদযাপনের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ইউনেসকো, আর্টিকেল নাইনটিন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) যৌথ উদ্যোগে ‘শেপিং অ্যা ফিউচার অব রাইটস’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় প্যানেলিস্ট হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, এমপি। রাজধানীর ধানমণ্ডিস্থ টিআইবি কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ইউনেস্কো ঢাকা কার্যালয়ের অফিসার-ইন-চার্জ সুসান ভিজ। স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়ক গুয়েন লুইস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন, ঢাকা ট্রিবিউনের নির্বাহী সম্পাদক রিয়াজ আহমেদ বক্তব্য রাখেন। প্যানেল আলোচনায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ব্যাপক অপব্যবহার এবং আইনটি বাতিলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক বলেন, আইনটি সংশোধনের আশ্বাস দেন।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন এর নিকট গত ০৯ই মে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ হস্তান্তর করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ- এর নেতৃত্বে সদস্যগণ। এসময় নবনিযুক্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান তাঁরা। কমিশন চেয়ারম্যান মহামান্যকে বর্তমান কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, বর্তমান কমিশন ২০২২ সালের ১০ ডিসেম্বর দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ আলোকে ম্যাণ্ডেট অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘন

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের শুভেচ্ছা বিনিময় ও সাক্ষাৎ

পর্যবেক্ষণসহ সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের কার্যক্রমের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশনকে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানান। এসময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, অবৈতনিক সদস্য মোঃ আমিনুল ইসলাম, কংজরী চৌধুরী, ড. তানিয়া হক, এডভোকেট কাওসার আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় কল্যাণ বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হবে -ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

"ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর সুবিধাবঞ্চিত হওয়ার বিভিন্ন বিষয়, যেগুলো আমাদের দৃষ্টির বাইরে রয়েছে তা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আনতে হবে। এসব জনগোষ্ঠীকে নিয়ে ফিল্ম তৈরি, বই রচিত হলে সমাজে ধীরে ধীরে

ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা

এর ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। মানুষকে এদের সম্পর্কে অনেক বেশি জানাতে হবে।" ১৬ই মে ২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলন কক্ষে বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আয়োজনে "ট্রান্সজেন্ডার, হিজড়া ও লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পরবর্তী করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন এসব কথা কলেন।

তিনি এসকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা আইনের কথা বলেন এবং সুরক্ষা আইন প্রণয়নে বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করার ওপর গুরুত্বরোপ করেন। তিনি ভারতের ন্যায় বাংলাদেশেও এসব জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কল্যাণ বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাবনা দেন।

সভায় বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত মানবাধিকার প্রতিবেদন ২০২২ উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার এবং পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) মোঃ আশরাফুল আলম। সভায় বক্তব্য রাখেন বন্ধু সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক সালেহ আহমেদ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলামসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারীগণ।

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সঙ্গে মানবাধিকার কমিশনের সাক্ষাৎ

মাননীয় প্রধান বিচারপতির সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাক্ষাৎ

মাননীয় প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকীর সঙ্গে ২২ মে ২০২৩ তারিখ দুপুর দেড়টায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং সদস্যগণ। কমিশনের বিভিন্ন চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধান বিচারপতিকে অবহিত করেছেন কমিশন চেয়ারম্যান। পাশাপাশি মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, বেঞ্চ পরিচালনা ও অভিযোগ নিস্পত্তির প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কমিশনের কার্যক্রমের ব্যাপারে সন্তুষ্টি জানান প্রধান বিচারপতি। এছাড়া মানবাধিকার সুরক্ষায় কমিশনকে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এসময় কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য সেলিম রেজা, অবৈতনিক সদস্য আমিনুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট কাওসার আহমেদ, সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার, পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত) আশরাফুল আলম, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) কাজী আরফান আশিক উপস্থিত ছিলেন।

পাঠ্যপুস্তকে মানবাধিকার বিষয়টি আরও বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন- ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

"শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। শিশুদের জন্য তাদের উপযোগী করে মানবাধিকারের বিষয়গুলো পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে তাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী তৈরি হবে। সমাজে ধীরে ধীরে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। তাদেরকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন হিজড়া, প্রতিবন্ধীসহ অন্যান্যদের সম্পর্কে অনেক বেশি জানাতে হবে। তাদেরকে জানাতে হবে আমরা সবাই মানুষ এবং সবার সমান অধিকার রয়েছে।" ৩০শে মে ২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টায় সিরডাপ মিলনায়তনে জার্মান সংস্থা নেটজ এর আয়োজনে "Educating Conflict Sensitivity and Human Rights in High Schools: Gaps and Way Forward" শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন এসব কথা কলেন।

তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে সব কিছু উন্মুক্ত। জ্ঞানের বিস্তৃতির কোন সীমা নেই। আমাদের শিশুদের বোঝাতে হবে এই ইনফরমেশন সুপার হাইওয়েতে কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ। এতে সে খারাপ কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধ, সংবিধান সম্পর্কে জানাতে হবে।

সেমিনারে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে মানবাধিকার সচেতনতার বিষয়টি কিভাবে আছে তা নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন জনাব সোহরাব উদ্দিন মণ্ডল এবং আফসানা বিনতে আমিন। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক এ এন রাশেদা, অধ্যাপক ড সন্তোষ কুমার ঢালী, প্রধান সম্পাদক, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিল্পী রানী সাহা, প্রভাষক, শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তপন কুমার দাস, উপপরিচালক, গণস্বাক্ষরতা অভিযান।

অভিযোগের পরিসংখ্যান

৮ বিভাগের মোট গৃহীত অভিযোগ (জানুয়ারি - জুন ২০২৩)

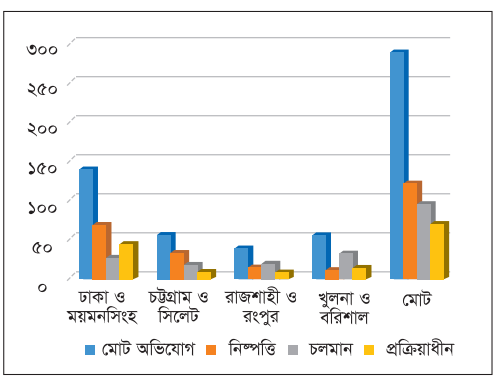

৮ বিভাগের মোট সুয়োমোটো অভিযোগ (জানুয়ারি - জুন ২০২৩)

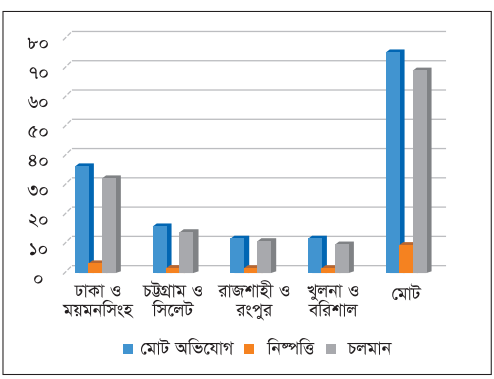

শিশুর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা বন্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি সাক্ষর

"বাল্যবিয়ে এবং শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ একযোগে কাজ করবে। শিশুদের বোঝাতে হবে কোনটি ভালো আর কোনটি খারাপ। কোমলমতি শিশুদেরকে মৌলবাদ থেকে সুরক্ষা দিতে হবে। তারা যাতে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তাদের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। কমিশন স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে মানবাধিকার সুরক্ষা ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে"। ১ জুন ২০২৩ তারিখ সকাল ১১ টায় শিশুর প্রতি সকল ধরণের সহিংসতা বন্ধ করতে এবং বাল্য বিবাহ মুক্ত দেশ গড়তে শিশু কল্যাণে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। এ সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত বিষয়ে একযোগে কাজ করবে-

দেশব্যাপী শিশুর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সরকারের জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ এর ভিত্তিতে বাল্যবিবাহ মনিটরিং ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ,

- স্থানীয় পর্যায়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটিকে পূর্ণরূপে কার্যকর করা,
- বাল্যবিবাহপ্রবণ পরিবারের জন্য বিকল্প জীবিকার সুযোগ তৈরি করা,
- বাল্যবিবাহ মুক্ত গ্রাম-ইউনিয়ন-মহল্লা প্রতিষ্ঠা করা,
- শিশু আইন- ২০১৩ এর আলোকে অনতিবিলম্বে বিধিমালা প্রণয়ণ করা,
- বাল্যবিবাহ বন্ধে সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-২০৩০ এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা,
- শিশু অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে শিশুর জন্য আলাদা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মানাবিধকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। বক্তব্য রাখেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, সচিব নারায়ণ চন্দ্র সরকার। অনুষ্ঠানটিতে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কান্ট্রি ডিরেক্টর সুরেশ বারলেট, সিনিয়র ডিরেক্টর- অপারেশন্স, চন্দন জেড গোমেজ। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিগণ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের ডেপুটি ডিরেক্টর (অ্যাডভোকেসি) নিশাত সুলতানা।

‘অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনাঃ নাগরিকের মানবাধিকার প্রেক্ষিত’ শীর্ষক কর্মশালা

অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনা : নাগরিকের মানবাধিকার প্রেক্ষিত শীর্ষক কর্মশালা

‘নগর জীবনে সেবা সুবিধাকে আরও নিরাপদ ও নির্ভার করতে হলে প্রয়োজন আপদ-দুর্যোগের ঝুঁকি ও অনিশ্চিত ভীতি থেকে মুক্তি। সাম্প্রতিক অগ্নিকান্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনাগুলোতে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনের ঝুঁকি প্রত্যক্ষ করেছে দেশবাসী; জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও ওয়াচডগের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করেছে সব কয়টি ঘটনা। এসকল ঘটনায় শুধু মৃতের সংখ্যাই কমিশনের কাছে মুখ্য নয়, প্রতিটি মৃত মানুষের পরিবারের নিদারুণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কমিশনকে তাড়িত করে। পাশাপাশি জীবিতদের মানবাধিকার নিশ্চিত রাখা, তাদের জীবন ও কর্মের অধিকারে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেটিও কমিশনের অন্যতম বিবেচ্য; কমিশনের আইনি এখতিয়ারও সেটি। ২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইনে কমিশনকে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।’।

০৪ জুন ২০২৩ তারিখ সকাল ১১.০০ টায় রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের আয়োজনে ‘অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণজনিত দুর্ঘটনাঃ নাগরিকের মানবাধিকার প্রেক্ষিত’ শীর্ষক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় কমিশনের পক্ষ হতে মূল প্রবন্ধ পাঠকালে করেন কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এসব কথা বলেন। মূল প্রবন্ধে কমিশনের পক্ষ থেকে জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতার বিষয়টি আরোও স্পষ্ট করার বিষয়ে জোড় তাগিদ দেওয়া হয়। নাগরিকের জীবনযাপনকে নিরাপদ করতে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত সংস্থাসমূহের মূল দায়িত্ব হলো নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির মাধ্যমে নাগরিক জীবনকে নিরাপদ ও নির্ভার করে।

এ কর্মশালায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক জনাব কাজী আরফান আশিক একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে সকলের নিকট কমিশনের পরিচিতি তুলে ধরেন। কর্মশালায় কমিশনের সম্মানিত সদস্য ও আইনজীবী জনাব কাওসার আহমেদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউড অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ-এর শিক্ষক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান খাঁন, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্রণব সাহা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: মিজানুর রহমান এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন প্যানেল আলোচক হিসেবে স্ব স্ব মতামত তুলে ধরেন।

পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মো. আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন; তিনি তার বক্তব্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন ও ফায়ার সেফটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম চালুর বিষয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার কথা জানান। কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব সেলিম রেজা সভায় সভাপতিত্ব করেন; তিনি তার বক্তব্যে জানান, কমিশনের কাছে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঝুঁকিতে থাকা নাগরিকের উৎকণ্ঠাও বিবেচ্য। নাগরিক জীবন নিরাপদ ও সকল প্রকার ভয়ভীতি মুক্ত করতে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান।

আন্তর্জাতিক ফোরামে
জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সক্রিয় অংশগ্রহণ

Global Alliance on National Human Rights Institutions (GANHRI) এর বার্ষিক সাধারণ সভা

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘ কার্যালয়ে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক ফোরাম Global Alliance on National Human Rights Institutions (GANHRI) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় গত ১৫ই মার্চ যোগদান করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এবং সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা। এসময় GANHRI চেয়ারপারসন এবং কাতারের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন মিজ মারিয়ম আল আতিয়াহ-এর সাথে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সার্বক্ষণিক সদস্য।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সাথে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা

GANHRI চেয়ারপার্সনের সাথে আলোচনা করছেন কমিশন চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ। পাশে আছেন কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা

উল্লেখ্য যে, প্রতি বছর এই সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমূহের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়। এবছরের বার্ষিক সভায় জাতিসংঘের মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের ৭৫ তম বর্ষপূর্তি এবং প্যারিস নীতিমালার ৩০ বছর পূর্তিতে মানবাধিকার সংরক্ষণে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাসমুহকে আরও কার্যকর করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়।

চীফ অম্বুডসম্যান সম্মেলন

তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় অনুষ্ঠিত চীফ অম্বুডম্যান সম্মেলনে কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য মো: সেলিম রেজা অংশগ্রহণ করেন এবং নারী অভিবাসীদের মানবাধিকার বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা প্রদান করেন যা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। সেখানে তিনি তুরস্কের মহামান্য রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান এর সাথে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ-তে প্রতিবেদন দাখিল

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অন্যতম কাজের অংশ হিসেবে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ-এর চতুর্থ পর্বে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে সুচারুরূপে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দাখিল করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং নিরপেক্ষ ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

কাতারে ২১-২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জলবায়ু পরিবর্তন এবং মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে কমিশনের সদস্য ড. বিশ্বজিৎ চন্দ অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে মানবপাচারের অন্যতম একটি কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনকে উল্লেখ করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কতিপয় সুপারিশ উপস্থাপন করেন।

মালদ্বীপে ১৯-২০ জুন অনুষ্ঠিত চাইল্ড রাইটস ইন্সটিটিউশনস অফ সাউথ এশিয়া শীর্ষক রিজিওনাল সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সদস্য জনাব কাওসার আহমেদ অংশগ্রহণ করেন এবং শিশু অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

নেপালে গত ২০-২২ মার্চ অনুষ্ঠিত চতুর্থ ইউএন ফোরাম অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস শীর্ষক সম্মেলনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পক্ষে সদস্য কংজরী চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরেন।

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে গত ৬-৯ জুন ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৩য় ব্যাবসা ও মানবাধিকার ফোরামে কমিশনের পক্ষে উপপরিচালক মোঃ তৌহিদ খান ও ফারহানা সাঈদ অংশগ্রহণ করেন।

কারাগার পরিদর্শন

কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন

কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন

২৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৩, কাশিমপুর কারাগার পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। কমিশনের সার্বক্ষনিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজা, পরিচালক অভিযোগ ও তদন্ত মোঃ আশরাফুল আলম পরিচালক প্রশাসন ও অর্থ কাজী আরফান আশিক, উপপরিচালক এম. রবিউল ইসলাম কমিশন চেয়ারম্যানের সাথে কারাগার পরিদর্শন করেন। তাঁরা কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২, কাশিমপুরে হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার, কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেনঃ

১। কারাগারে ডাক্তার ও সাইকোলজিস্টের সংকট দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

২। কারাগারে থাকার ব্যবস্থা আরো পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর করা;

৩। তৃতীয় লিঙ্গের হাজতিদের জন্য পৃথক কারা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, তা না হলে তাদের নিগ্রহের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনা থাকে;

৪। গাজীপুরে অবস্থিত শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোন প্রিজন সেল নেই। ফলে গুরুতর অসুস্থ কারাবন্ধীদের ঢাকায় পাঠাতে হয়। এতে পথে অনেকে মৃত্যুবরণ করে। তাই উক্ত হাসপাতালে প্রিজন সেল করা প্রয়োজন;

৫। কারাগারটিকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের প্রক্রিয়া সন্তোষজনক নয়। এ লক্ষ্যে কারাগারকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে;

৬। কারারক্ষী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য কারা একাডেমি স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী;

৭। মহিলা কারাগার পরিদর্শনকালে জানা যায় অধিকাংশ নারী কারাবন্দী মাদক মামলার আসামী, যা উদ্বেগজনক। মাদক সেবন, পাচার ও ব্যবসা নিয়ন্ত্রন করা জরুরী;

৮। কারাগারে মাদক পাওয়া যায়, গণমাধ্যম ও অন্যান্য সূত্রে দেশের বিভিন্ন কারাগার সূত্রে এধরণের তথ্য আমরা প্রায়ঃশই লক্ষ্য করে থাকি। কারাগার একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থান হওয়ার পরেও সেখানে এধরণের কার্যক্রম জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারা অভ্যন্তরে মাদকের সরবরাহ রোধে অতি দ্রুত কঠোর ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন মর্মে কমিশন মনে করে।

নাটোর জেলা কারাগার পরিদর্শন

নাটোর জেলা কারাগার পরিদর্শন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সার্বক্ষণিক সদস্য জনাব মো: সেলিম রেজার নেতৃত্বে কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল গত ০১লা মার্চ ২০২৩ তারিখ নাটোর জেলা কারাগার পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেনঃ

১. কারা হাসপাতালে একজন নারী ডাক্তার পদায়ন ও বন্দিদের ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২. কারা অন্তরীণ বন্দিদের উল্লেখযোগ্য একটি সংখ্যা মাদক মামলার আসামী। উদ্বেগজনক এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে কর্তৃপক্ষের নজরদারি বৃদ্ধি;

৩. কারাগার একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত স্থান হওয়া সত্ত্বেও সেখানে মাদক প্রবেশের অভিযোগ গণমাধ্যমে পাওয়া যায়। মাদকের বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণপূর্বক কারা কর্তৃপক্ষের কেউ মাদক কারবারের সাথে জড়িত থাকলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪. ২০ বছরের বেশি সময় সাজা ভোগ করেছে এমন বন্দির তালিকা করে জেল-কোড অনুযায়ী দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫. বন্দিদের গোসল ও কাপড় কাঁচার জন্য একটির স্থলে দুটি (একটি গোসলের ও একটি কাপড় কাঁচার) সাবান ও দাঁত মাজার জন্য টুথপেস্ট/ টুথ-পাউডার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনলাইনে ভিডিও কলের মাধ্যমে পরিবার-পরিজনের সাথে বন্দিদের কথা বলার সুযোগের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৭. বিচারাধীন মামলায় ৫ বছর বা তার বেশি সময় ধরে হাজতবাস করছে এমন বন্দি দের বিরুদ্ধে চলমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ

রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার পরিদর্শন

রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার পরিদর্শন

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য মোঃ সেলিম রেজাসহ কমিশনের সকল সদস্য ১৮ই জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত সুপারিশ করেনঃ

১। বিচারাধীন মামলায় ৫ বছর বা তার বেশি সময় ধরে হাজতবাস করেছেন এমন বন্দীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। বিচারাধীন (অনিষ্পন্ন ও চলমান) মামলায় হাজতবাস করছে এমন বন্দিদের

মামলার দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের লক্ষ্যে ডিজিটাল ডেটাবেইজ থাকা বাঞ্চনীয়।

৩। রাঙ্গামাটি জেলা কারাগার থেকে সদর হাসপাতালের দুরত্ব প্রায় ১০ কিলোমিটার ফলে গুরুতর অসুস্থ বন্দিদের হাসপাতালে স্থানান্তরের জন্য ন্যূনতম ০১ (এক) টি অ্যাম্বুলেন্স প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪। রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারের সহকারী সার্জন ও ডিপ্লোমা নার্স পদটি ফাঁকা রয়েছে। সহকারী সার্জন পদে সিভিল সার্জন রাঙ্গামাটি কার্যালয় হতে একজন সংযুক্ত রয়েছেন, কারাগারের নিবাসীদের স্বাস্থ্যসুবিধার বিবেচনায় স্থায়ীভাবে একজনকে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫। রাঙ্গামাটি জেলা কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের বিভিন্ন অংশে ফাটল দৃশ্যমান রয়েছে। ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারাগারটি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেগুলো মেরামত ও দৃঢ়করণে (রেটিফিটিং) ব্যবস্থা গ্রহণ।

উপদেষ্টা মণ্ডলী

প্রধান উপদেষ্টা
ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ

উপদেষ্টা
মোঃ সেলিম রেজা
মোঃ আমিনুল ইসলাম
ড. বিশ্বজিৎ চন্দ
কংজরী চৌধুরী
ড. তানিয়া হক
কাওসার আহমেদ

সম্পাদনা
নারায়ণ চন্দ্র সরকার, সচিব
ফারহানা সাঈদ, উপপরিচালক

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ
বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা)
৭-৯, কারওয়ান বাজার, ঢাকা- ১২১৫
পিএবিএক্স: ০২-৫৫০১৩৭২৬-২৮

হেল্পলাইন: ১৬১০৮
e-mail : info@nhrc.org.bd
Website : www.nhrc.org.bd